গাংনীতে পেশাজীবী সচেতনতা ও প্রকাশ্য বিনিয়োগ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭৫০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় হিসাবধারী প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী” এর মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রকাশ্যে বিনিয়োগ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলার সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের নির্দেশনায় লিড ব্যাংক আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির আয়োজনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বামুন্দী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ হাসান ওয়ায়েজ আল সাগরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি উইং একে এম আমজাদ হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এর যুগ্ম-পরিচালক ঝুমা রানী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের উপ-পরিচালক তানিয়া ভূঁইয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও খুলনা জোনাল অফিস সৈয়দ মনিরুল আলম, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমান।

বিশেষ অতিথি তানিয়া ভূঁইয়া বলেন, এই লোনটা সবাই পাক। সবার কাছে যাক এতে করে সবাই আর্থিক ভাবে ভালো থাকবেন। সকলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে এই লোনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

সভাপতি একেএম আমজাদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক এই পুনর্বাসন স্কিম টাকে ৫০০ কোটি টাকা থেকে ৭৫০ কোটি টাকা করেছে।

অনেকে ব্যবসায় লস খেয়ে পুজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাদেরকে ধরে রাখতেই এই পুনর্বাসন স্কিম করা। আমরা যে সকল ব্যাংক এর সাথে যুক্ত আছি তারা যদি এই ৭৫০ কোটি টাকার সঠিক ভাবে বিতরণ করতে

পারি তাহলে আমাদের সক্ষমতা প্রমাণ হবে।

এই স্কিমটা একটি আবর্তনশীল স্কিম। আমরা সক্ষম হলে পরবর্তীতে এই স্কিম ১০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

প্রধান অতিথি ঝুমা রানী বলেন, ২০১৪ সালে ২০০ কোটি টাকার ফান্ড নিয়ে এই স্কিম প্রথম শুরু হয়।

পরবর্তীতে এর চাহিদা বাড়ায় বর্তমানে এর ফান্ড ৭৫০ কোটি টাকায় উন্নিত হয়। আমাদের প্রায় ৫০ ক্যাটাগরির পেশাজীবি আছে। তারা এই সুবিধা নিতে পারবে।

এর বাইরেও স্টুডেন্ট রা ১০০ টাকার একটা একাউন্ট খুলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিতে পারবে। বই কেনা, উপবৃত্তি সহ অন্যান্য সুবিধা নিতে পারবে।

এছাড়াও তিনি বলেন, এই স্কিমটাবিশষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের জন্য করা। তারা যেন তাদের কৃষিকাজ সঠিকভাবে করতে পারে। অর্থের অভাবে যেন উৎপাদন বন্ধ হয়ে না যায়।

এজন্যই এই পুনর্বাসন স্কিম করা হয়েছে। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন ধরনের ফসল, সবজি এবং ফলের চাষ হয়। এই সকল চাষীরা এখান থেকে লোন নিয়ে তাদের কাজ করতে পারবে।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক ও তাদের বিনিয়োগ গ্রহীতারা।

মেহেরপুর জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ কমিটির অনুমোদন

আলিফ আরাফাত খানকে সভাপতি ও নাজমুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ কমিটির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□-□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ , □□-□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□-□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□-□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□ □□□□□□ (□□ □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□-□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী পৌর বিএনপির ২নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, গাংনী উপজেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি ও ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক নেতা শাজাহান সেলিম, আশাদুল হক আশা, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেছেন, ৫ আগষ্টের আগে এদেশের হাজার হাজার দামাল সন্তান বুকের তাঁজা রক্ত দিয়ে এই দেশকে নতুন করে স্বাধীন করেছে। স্বৈরাচারী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার নির্দেশে এসব দামাল ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। এসব ছাত্র-জনতাকে হত্যার দায়ে খুনি হাসিনার ফাঁসি কার্যকর করতে হবে।

তিনি বলেন, ৫ আগষ্টের পরে প্রশাসনের সকল দফতরে কাজের ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রশাসনকে তাঁদের সেই ধীর গতিকে সচল করতে হবে। কাজের গতি সচল না করে যারা দেশকে অচল করার চেষ্টা করবেন, তাঁদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

বাবলু আরও বলেন, গাংনী উপজেলার আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের হাতে এখনো লাইসেন্সবিহীন অজস্র অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। অনতিবিলম্বে এসব অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনকে উদ্যোগে নিতে হবে। নাহলে বাড়তে থাকবে সন্ত্রাসী কার্যক্রম।

তিনি বলেন, স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ প্রশাসন বিগত ১৭ বছরে আমার বিরুদ্ধে ১৮ টি মিথ্যা মামলা দিয়েছে। মিথ্যা মামলায় আমাকে বারবার কারা বরণ করতে হয়েছে। রিমান্ড নিয়েছে আমাকেসহ বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের হাজার হাজার নেতাকর্মীদের। আমি আপনাদের পাশে ছিলাম, আগামীতেও পাশে থাকবো।

আসুদুজ্জামান বাবলু আরও বলেন, সম্প্রতি দেখলাম, কেউ নিজেকে জনতার এমপি, কেউ জেলা বিএনপির সভাপতি হয়ে গেছি পরিচয় দিচ্ছেন। আমি জেলা বিএনপির সভাপতি বা সম্পাদক হয়নি। আপনারা আমাকে ভালোবেসে আজ আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, তার ভাই অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন স্বৈরাচার আওয়ামী

সরকারের ১৭ বছর লড়াই সংগ্রাম করেছে। যা সারা বাংলাদেশে নজীন স্থাপন করেছে। মাসুদ অরুন ও জেলা বিএনপি সারা বাংলাদেশের বিএনপির আইকন। অথচ, তাঁদের বিরুদ্ধে একটি কুচক্রি মহল কুৎসা রটনা করছে। মেহেরপুরের মানুষ তাঁদের সেই কুৎসা রটনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

দিবসটি উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে একটি বিরাট শোভাযাত্রা ফুটবল মাঠ থেকে শুরু হয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে হাসপাতাল বাজার এলাকা ঘুরে বড় বাজার শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল ও সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, শ্রমীকদলসহ অঙ্গ দলের হাজার হাজার কর্মী সমর্থক জাতীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন, প্লেকাড ও ধানের শীষ হাতে খন্ড খন্ড মিছিল সহকারে এসে গাংনী হাইস্কুল মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশে এলাকার কয়েক হাজার নারী অংশ নেন।

মেহেরপুরে বিসিডিএস ও ফারিয়ার মতবিনিময় সভা

ফার্মাসিউটিক্যাল প্রমোশনাল অফিসারস্, এরিয়া ম্যানেজারগন এবং জেলা বিসিডিএসের নবগঠিত আহবায়ক কমিটির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার(১৩ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিসিডিএসের আহবায়ক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় এ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফুল দিয়ে ফার্মাসিটিক্যাল প্রমোশনাল অফিসারস্, এরিয়া ম্যানেজার গণ নবগঠিত জেলা বিসিডিএসের আহবায়ক কমিটিকে সংবর্ধনা জানান ।

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিসিডিএসের আহবায়ক রিনু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিসিডিএসের কার্যনির্বাহী সদস্য কাজী খয়রুদ্দিন, ইসমাইল হোসেন, সাইফুল ইসলাম, সাবেক সহ-

সভাপতি আব্দুল লতিফ, নির্বাহী সদস্য রাকিবুল ইসলাম রন, ফার্মাসিটিক্যালসের ম্যানেজার ফোরামের সভাপতি দোলন হোসেন সহ মেহেরপুর সদর উপজেলা, মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএসের আহ্বায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ ও জেলা ফারিয়ার প্রতিনিধিগণ।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ফার্মাসিটিক্যালসের ম্যানেজার ফোরামের দোলন হোসেন ও জেলা বিসিডিএসের আহবায়ক রিনু।

এ সময় তারা বলেন, মেহেরপুর জেলা বিসিডিএস ও জেলা ফার্মাসিটিক্যাল প্রমোশনাল অফিসারস্ সোহাদ্যপূর্ণ বজায় রেখে চলাচল করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। কোন ঔষধের দোকানে যেকোনো ঔষধ কোম্পানির মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ থাকলে তা আলাদাভাবে প্যাকেটজাত করে রাখার জন্য জানান। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ যার যার কোম্পানির প্রতিনিধিগন তালিকা করে আগামী তিন মাসের মধ্যে কোম্পানির মাধ্যমে পুনরায় রিপ্লেসমেন্ট করবে এবং মেহেরপুর জেলার সকল ঔষধ ব্যবসায়ীগণ সহ ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে এক মিলন মেলার আয়োজন করা হবে বলে ব্যক্ত করেন।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ের মাসিক বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সকাল এগারোটা থেকে এসব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাসিক সভায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি, উপজেলা জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি, উপজেলা চোরা চালান প্রতিরোধ কমিটির, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিসহ উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, উপজেলা যৌতুক বাল্যবিবাহ নিরোধ এবং জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কমিটি সহ উপজেলা পর্যায়ের ১৫ টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমেন, উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হাসান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা লালটু মিয়া, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ।

সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে মুজিবনগরে যৌথ বাহিনীর জনসচেতনতামূলক অভিযান

নিজের জীবন রক্ষার্থে হেলমেট বাধ্যতামূলক ও অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্স করাসহ সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে মুজিবনগরে যৌথবাহিনী অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী,পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। মোটরসাইকেল চালক যাদের মাথায় হেলমেট নেই, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এবং রেজিস্ট্রেশন বিহীন সকল প্রকার গাড়ি চালক কে জরিমানা সহ জনগণকে সচেতন করা হয় এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে গাড়ির কাগজ, ডাইভিং লাইসেন্স না থাকা ও হেলমেট বিহীন গাড়ি চালকদের জরিমানা করা হয়।

এ সময় সেনাবাহীনীর ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

জনসচেতনতামূলক অভিযানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, মটরসাইকেল চালোনোর সময় অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। গাড়ির রেজিট্রেসনের পাশাপাশি বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এমন কথা বলে প্রথম পর্যায়ে আমরা যৌথবাহীনীর সমন্বয়ে জনসচেতনতা মূলক

অভিযান চালাচ্ছি জনগণকে সতর্ক করতে সীমিত আকারে জরিমানা করছি। পরবর্তীতে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে আমরা আরো কঠিন অবস্থানে যাবো।

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি ঘোষণা

সারা দেশে সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তারের অংশ হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য তাঁরা এই কমিটি অনুমোদন করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) দিবাগত রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলার আহ্বায়ক কমিটি প্রকাশ করা হয়।

জেলা পর্যায়ে এটি তাদের ষষ্ঠ আহ্বায়ক কমিটি বলে উল্লেখ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ।

কমিটি গঠন-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্যসচিব আরিফ সোহেলের স্বাক্ষর রয়েছে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে । সদস্য সচিব করা হয়েছে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মো. মুজাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মো. শাওন শেখকে করা হয়েছে মুখ্য সংগঠক। কমিটির মুখপাত্র মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী আনিকা তাবাচ্ছুম আঁখি।

এ ছাড়া কমিটির ৭ জন যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন মো: তামিম ইসলাম, মো: নাসিম রানা বাঁধন, শামীম আহমেদ আজম, রিদওয়ানুল হক মুজাহিদ, জাইমুল হাসান, নাহিদ মাহমুদ ও আশিকুর রহমান শিশির।

৭ জন যুগ্ম সদস্য সচিব ফরিদুল আলম পান্না, ফাহিম শাহরিয়ার খান অয়ন, সাদ্দাম হোসেন জীবন, সজীব হাসান, শোভনুজ্জামান, মো: শাকিরুল ইসলাম ও হোসনেয়ারা।

৪ জন সংগঠক হলেন আসিফ রাব্বি, ওবায়দুল ইসলাম রাফি, আমির হামজা ও রাব্বি হোসেন।

২৯ জন সদস্য করা হয়েছে ইয়াসিন আহমেদ সিয়াম, আলমিম আলিফ খান, সামিউল ইসলাম সাফি, তানভীর জামান, রাগীব শাহরিয়ার, মাহফুজুর রহমান, রুকায়া কুলসুম কান্তা, মোঃ সাইমুন ইসলাম, মো: প্রিন্স, মো জাহাঙ্গীর আলম, আনাস আহাম্মেদ, মোঃ খালিদ বিন ওয়ালিদ অমিত,মানজারুল ইসলাম সোহান, মো: আরিফ খাঁন, মো: নাফিউ বারী, ওমর ফারুক, তামিমুর রহমান, মোঃ মুরছালিন, আফিফ হাসান আবির, সামিউল ইসলাম, স্বর্ণা আক্তার, আমিনুল ইসলাম সায়েম, মো ইমরান হোসেন, আব্দুল্লাহ আল সাদিক, সাকলাইন মুস্তাক, ফাহিম মুর্শিদ, শামীম হাসান কবির, সাহাবিুদ্দন শেখকে।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে ৭ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে সিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত এক জন ও নিয়মিত মামলার ছয় আসামি রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে আজ বুধবার (১৩ নভেম্বর) ভোর রাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পৃথক টিম আলাদা অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেপ্তার করে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। বুধবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতে নেওয়া হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক বিটে কাজ করছেন ইয়াসির আরাফাত রিপন। সাংগঠনিকভাবে তিনি ডিআরইউ ছাড়াও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) স্থায়ী সদস্য। এর আগে আরাফাত আবাসন খাত ও আবাসন খাতে ব্যাংক সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে ‘রিহ্যাব বর্ষসেরা পুরস্কার’ লাভ করেন।

গাংনীতে পুকুর পাড়ে খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু

পুকুর পাড়ে খেলতে গিয়ে পা পিছলে পানিতে পড়ে মোমিন (৬ বছর) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশু মোমিন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সকালে ধর্মচাকী পশ্চিমপাড়া গ্রামে শিশু মৃত্যুর এঘটনা ঘটে।

মোমিনের পিতা আব্দুস সালাম জানান,বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ইসলাম পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। অন্য শিশুরা আমাদের বিষয়টি জানালে আমরা তাড়াতাড়ি আমার ছেলেকে পুকুরের পানিতে খুজতে থাকি। অনেক পরে ছেলে মোমিন পুকুরের পানিতে ভেসে ওঠে। মোমিনকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসক আব্দুল আল মারুফ শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিষয়টি শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয় এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে শিশুটির মরদেহ দাফন করা হয়।